ভোরের কাগজ

তারিখ 28 JAN 2003
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৫

চারুকলা ইনস্টিটিউট

প্রথম বর্ষ ভর্তি পরীক্ষা বাতিলসহ ৩ দফা দাবিতে স্মারকলিপি পেশ

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউটের ছাত্রছাত্রীরা গত শনিবার অনুষ্ঠিত অনার্স প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষা বাতিল করে পুনরায় পরীক্ষা গ্রহণের দাবিসহ তিন দফা দাবিতে গতকাল দুপুরে ইনস্টিটিউটের পরিচালকের কাছে স্মারকলিপি পেশ করেছে।

ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র নিয়ে অনিয়মের ঘটনায় ছাত্রছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক মোস্তাফিজুল হককে দায়ী করে তাকে বহিষ্কারসহ দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেছে। এ ছাড়া স্মারকলিপিতে ছাত্রছাত্রীরা প্রশাসনিক অনিয়ম ও দুর্নীতি বন্ধেরও দাবি জানিয়েছেন।

প্রায় সাড়ে চারশ ছাত্রছাত্রীর স্বাক্ষরসহ পেশকৃত স্মারকলিপিতে ছাত্রছাত্রীরা অবিলম্বে দাবি মানা না হলে ছাত্র ধর্মঘটসহ বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলার হুমকি দিয়েছেন। আজ দুপুরে এক সভায় ছাত্রছাত্রীরা তাদের পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণা করবেন বলে জানিয়েছেন।

গতকাল দুপুরে পরিচালক অধ্যাপক আবদুস সাত্তার বরাবর তার অফিসে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। এ সময় তিনি জরুরি এক সভায় ব্যস্ত ছিলেন বলে ● এরপর- পৃষ্ঠা ১১ কলাম- ৬

প্রথম বর্ষ ভর্তি পরীক্ষা বাতিলসহ

● শেষের পাতার পর

ছাত্রছাত্রীরা জানিয়েছেন।

ভর্তি পরীক্ষা দিতে আসা ছাত্রছাত্রীদের অভিযোগের ভিত্তিতে ইনস্টিটিউটের ছাত্রছাত্রীরা পরিচালকের কাছে পেশকৃত স্মারকলিপিতে ৬টি অভিযোগ তুলে ধরেছেন। অভিযোগগুলো হলো- চারুকলার ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস, ভর্তি পরীক্ষার ফরম বিতরণের সময় বেসরকারি প্রতিষ্ঠান শান্তা মরিয়াম ফাউন্ডেশনের প্রচারপত্র অফিস কক্ষ থেকে কর্মচারীদের মাধ্যমে বিতরণ, জনৈক শিক্ষকের কোচিং সেন্টারের লিফলেট বিতরণ, ভর্তি পরীক্ষা চলাকালে পরীক্ষার্থীদের কাছে গিয়ে অন্য প্রতিষ্ঠানে ভর্তির প্রচারণা চালিয়ে শিক্ষার্থীদের বিভ্রান্ত ও বিচলিত করা, ভর্তি পরীক্ষার নির্দেশনা প্রদানে প্রশাসনের অদক্ষতা, অনিয়ম ও ভ্রান্ত প্রচারণা এবং চারুকলা ইনস্টিটিউটের সুনাম বিনষ্ট করা ইত্যাদি।

প্রসঙ্গত, গত শনিবার চারুকলা ইনস্টিটিউটের অনার্স প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের সঙ্গে ইনস্টিটিউটের শিক্ষক মোস্তাফিজুল হক পরিচালিত একটি কোচিং সেন্টারের মডেল টেস্টের সঙ্গে ভর্তি পরীক্ষার অনেক প্রশ্নের হুবহু মিল রয়েছে বলে ছাত্রছাত্রীরা অভিযোগ করেছেন। এছাড়া ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের সঙ্গে মডেল টেস্টের প্রশ্নের সিরিয়াল নম্বর হুবহু মিলসহ দুটোতেই একই ধরনের ভুলও দেখা গেছে। মোস্তাফিজুল হক নিয়ম বহির্ভূতভাবে রাজধানীর আজিমপুর লেডিস ক্লাবে চারুকলা ভর্তিচ্ছু ছাত্রছাত্রীদের কোচিং করান বলে জানা গেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম অনুযায়ী কোনো শিক্ষকের বাইরে কোনো প্রতিষ্ঠান খুলতে হলে অনুমতি নিতে হয়। কিন্তু মোস্তাফিজুল হক বিএনপিপন্থী শিক্ষক হওয়ায় কোনো কিছুর তোয়াক্কা না করে দীর্ঘদিন ধরে ছাত্রছাত্রীদের চারুকলা ইনস্টিটিউটে ভর্তি করিয়ে দেওয়ার গ্যারান্টি দিয়ে কোচিং করিয়ে আসছেন বলে চারুকলা ইনস্টিটিউটের একাধিক ছাত্রছাত্রী অভিযোগ করেছেন। রাজধানীর উত্তরায় একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান শান্তা মরিয়ামেরও তিনি পরিচালক বলে জানা গেছে।

এ ব্যাপারে মোস্তাফিজুল হকের সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করেও তাকে পাওয়া যায়নি।